প্রাক্‌কথন

প্রাক্‌কথন

আমি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মেছি ও বড় হয়েছি। আমার অঞ্চলটিকে সব অর্থেই মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত করা যায়। হয়তো এরূপ একটি অঞ্চলে বর্ধিত হওয়ার কারণেই ছোটবেলা থেকে গল্প-উপন্যাসের প্রতি আমার আসক্তি থাকলেও অঞ্চলনির্ভর গল্প-উপন্যাস আলাদাভাবে আকর্ষণ করতো। তবে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়াশুনা পর্যন্ত সেই আকর্ষণ 'পদ্মানদীর মাঝি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু ছোটগল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই ধরনের গল্প-উপন্যাস পাঠের ভালো লাগার কথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরাকে জানালে তিনি আমাকে সমগ্র বিশ শতক জুড়ে রচিত বিস্তৃত অঞ্চল নির্ভর গল্প-উপন্যাসের সন্ধান দেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর আমি এই ধরনের উপন্যাস সংগ্রহ শুরু করি এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য মনস্থির করি। তবে তখনও পর্যন্ত গবেষণা সংক্রান্ত কোনো কিছুই ঠিকমত জানতাম না — গবেষণা করতে গেলে কীভাবে পড়তে হয়, কীভাবে লিখতে হয় কোনোকিছুই ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। প্রথমদিকে অঞ্চলনির্ভর উপন্যাসের প্রাচুর্য দেখে আমি কিছুটা দিশাহীনও হয়ে পড়ি। যতই পড়াশুনা করছিলাম কোনো কিছুই যেন আত্মস্থ করতে পারছিলাম না। তখন তিনি আমার এ সংক্রান্ত সমস্ত অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছতা প্রদান করেন, দীশাহীনতা থেকে প্রকৃত দিশা দেখান এবং গবেষণা কর্মে উৎসাহ দেন। এভাবে উৎসাহ পেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ওয়ার্কে ভর্তি হই এবং সেখানে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিশেষ করে ম্যাডামের নানা ধরনের ক্লাসে উপস্থিত থেকে গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ পাই।

প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা শুধু আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়িকা নন, তিনি আমার উচ্চতর শিক্ষার পথ পদর্শকও। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আমার জীবনে তাঁর মতো একজন অনুকরণযোগ্য শিক্ষিকা ও সত্যিকারের ভালো মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি। গবেষণার মাঝে আমি অসুস্থও হয়ে পড়লে তিনি যে সহৃদয়তা ও

স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ও সর্বদা আমার শরীর-স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ নিতেন তা কখনই ভোলার নয়। সত্যি কথা বলতে কি, পড়তে ও লিখতে ছোটবেলা থেকেই শিখেছি; কিন্তু কীভাবে পড়াশুনা করতে হয়, কীভাবে লিখতে হয় তা আমি তাঁর কাছেই শিখেছি। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে প্রচুর সময়, সুপরামর্শ, নির্দেশ দিয়ে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব ছাড়া আমার পক্ষে এই গবেষণা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বইপত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি, ইসলামপুর কলেজ লাইব্রেরি, ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, মালদা জেলা গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হয়েছি। এই সমস্ত লাইব্রেরির আধিকারিক ও কর্মীদের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাদবপুর পোষ্ট অফিসের কর্মী আমার ভ্রাতৃসম প্রভাকর রায় কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ বই সংগ্রহ করে দিয়েছে। তার প্রতি রইল স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। ইংরেজি সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা করে ও বইপত্র দিয়ে আমার ভাই বর্তমানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক বিবেক অধিকারী আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার মা শ্রীমতী মিনা অধিকারী ও বাবা শ্রীবিপদ বরণ অধিকারী নিজেরা খুব বেশি পড়াশুনা করতে না পারলেও আমাদের ভাইবোনদের পড়াশোনার প্রতি সর্বদা যত্নশীল। আমার বোন প্রিয়াংকা অধিকারী (দাস) ও তার ছেলে-মেয়েরা আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছ। কর্মসূত্রে আমাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হওয়ায় আমার স্ত্রী কাকলি যোগ্য সহধর্মিণীর মতো সংসার সামলে সমস্ত ব্যাপারে আমার পাশে থেকেছে। আমার মেয়ে শ্রুতিকে দেখে আমি যেমন কাজে উৎসাহ পাই, তেমনি সেও তার বয়সোপযোগী নানা কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি অনেক সময় পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরও অনেকের কাছে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। এদের মধ্যে যাদের নাম করতেই হয় তারা হলেন ইসলামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুজিৎ কুমার পাল, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. গৌর চন্দ্র

ঘোষ, পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী নির্মল দাস, জলপাইগুড়ি কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমিঠুন দত্ত, ভ্রাতৃসম ছাত্র আজাদ মণ্ডল, গোষ্ঠ বর্মন, গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো প্রমুখ। এদের সঙ্গে অনেকের নামই বাদ থেকে গেল। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত টাইপের কাজ আমি নিজে করেছি। তবে কম্পিউটার সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়লেই আমার সহকর্মী ড. অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছি এবং তিনি তার সমস্ত কাছ ফেলে রেখে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার প্রায় প্রবাস জীবনে সমস্ত সুবিধা-অসুবিধাতেই আমি তাকে ও তার স্ত্রী মৌমিতা ও পুত্র অর্ণবকে পাশে পেয়েছি। আমার জীবনে তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

Tapas Adhikary

তারিখ : ২৮.০৯.২০১৫ **(তাপস অধিকারী)**

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিঙ